চাকরির দাবিতে বিজেপির বিক্ষোভ ঃ অনশনের হুমকি

নিজস্ব সংবাদদাতা, বুদবুদ ঃ আজ বিজেপির নেতৃত্বে প্রায় হাজার খানেক ক্ষেত মজুর এবং বর্গাদার ইমামি সিমেন্ট কারখানার গেটে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে স্থায়ী চাকরির দাবিতে। এই বিক্ষোভের নেতৃত্ব দেন বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য নরেশ কোঙার। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, মাত্র ১৫ দিন সময় দেওয়া হচ্ছে প্রশাসন এবং কারখানা কর্তৃপক্ষকে আলোচনায় বসে স্থানীয়দের চাকরির দাবীকে স্বীকৃতি দেওয়ার। প্রশাসন এবং কারখানা কর্তৃপক্ষ যদি বিজেপির দাবী না মানে তবে কারখানা গেটে ক্ষেত মজুর এবং বর্গাদারদের নিয়ে অবস্থান এবং আমরণ অনশনে বসবেন। তৃণমূল অবশ্য অভিযোগ তুলছে সিপিএমের সমর্থন নিয়ে বিজেপি শিল্প স্থাপনে বাধা দিতেই সিন্ডিকেট রাজ চালানো প্রাক্তন সিপিএম নেতাদের নিয়ে ময়দানে নেমেছে। স্থানীয়দের চাকরি দেওয়া হচ্ছে বলেও দাবী তুলছে তৃণমূল। বাম আমলে জমি অধিগ্রহণ হয় পানাগড় শিল্পতালুক গড়ার জন্য। সেই সময় বাম সরকার জমি অধিগ্রহণের কালে ক্ষেত মজুর এবং বর্গাদারদের প্রতিশ্রুতি দেয় কারখানা হলে স্থানীয় ছেলেদের চাকরি দেবে। ম্যাটিঙ্গ সার কারখানা তৈরি হলেও স্থানীয় বেকার যুবক ক্ষেত মজুর এবং বর্গাদার পরিবারের সদস্যদের চাকরি হয়নি। চাকরির আশায় জমি দিয়েছিল বাম আমলে ক্ষেত মজুর এবং বর্গাদাররা। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি রাখে নি সে সময় বাম সরকার বলে অভিযোগ। রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয় রাজ্যে। পানাগড় শিল্প তালুকে তৃণমূল সরকারের আমলে ইমামি সিমেন্ট কারখানা তৈরি হচ্ছে। কিন্তু বাম সরকারের মতো তৃণমূল সরকারও জমি হারা বর্গাদার এবং ক্ষেত মজুরদের স্থায়ী চাকরির দেওয়ার প্রতিশ্রুতি পালন করছে না। আজ বেলার দিকে বিজেপির পক্ষ থেকে পানাগড় শিল্প তালুকের ইমামি সিমেন্ট কারখানার গেটে জমি হারানো ক্ষেত মজুর এবং বর্গাদারদের স্থায়ী চাকরির দাবীতে বিজেপির পক্ষ থেকে বিক্ষোভ দেখানো। স্থানীয় গ্রামগুলির ক্ষেত মজুর এবং বর্গাদারেরা চাকরি না পাওয়ায় বিজেপির চাকরির দাবীতে আন্দোলনে সামিল হয়। প্রায় হাজার খানেক ক্ষেত মজুর এবং বর্গাদার বিজেপির পতাকার তলায় দাঁড়িয়ে ইমামি সিমেন্ট কারখানায় স্থায়ী চাকরির দাবীতে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে।

বিজেপি নেতা নরেশ কোঙার বলেন, ক্ষেত মজুররা এবং বর্গাদাররা আশঙ্কা করেছিল জমি দিলে তাদের ক্ষতি হবে। ক্ষেত মজুর এবং বর্গাদারদের সেই আশঙ্কা বাস্তব রূপ পেয়েছে এই সরকারের আমলে। প্রতিশ্রুতি পেয়ে ক্ষেত মজুর এবং বর্গাদাররা জমি দিয়ে। কিন্তু হাসি ফোটে নি ক্ষেত মজুরদের এবং বর্গাদারদের মুখে। হাসি ফুটেছে তৃণমূল নেতা এবং ঠিকাদারদের মুখে। বহিরাগতদের নিয়ে এসে চাকরি দেওয়া হচ্ছে কিন্তু প্রতিশ্রুতি দিয়েও ক্ষেত মজুর এবং বর্গাদারদের চাকরি দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ তুলেছেন বিজেপি নেতা নরেশ কোঙার। এই বিজেপি নেতা অভিযোগ করেন ক্ষেত মজুর এবং বর্গাদাররা অর্ধাহার এবং অনাহারে আছে কিন্তু বর্তমান সরকার তা দেখতে পাচ্ছেন না। বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য নরেশ কোঙার বলেন তারা পনেরো দিন সময় দিচ্ছেন প্রশাসন এবং কারখানা কর্তৃপক্ষকে আলোচনায় বসার জন্য। কিন্তু তা যদি না হয় তবে তারা কারখানা গেটে অবস্থান এবং আমরণ অনশনে বসবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। এই বিজেপি নেতা। তবে তৃণমূল এই বিক্ষোভকে শিল্প স্থাপনে বাধা বলে দাবী করেছে। তৃণমূল নেতা পল্লব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, সিপিএমের সিন্ডিকেটরাজ কিছু নেতার মদতে বিজেপি কিছু গরীব মানুষকে নিয়ে বিক্ষোভের নামে শিল্প স্থাপনে বাধা দিচ্ছে। এই তৃণমূল নেতা বলেন, স্থানীয়দের চাকরি দেওয়া হচ্ছে তবে সিপিএম নেতারা যে সিন্ডিকেটরাজ চালাত তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সময় বলবে বিজেপির স্থানীয়দের চাকরি দেবার দাবী কতটা সফল হয় এবং পঞ্চায়েতে ভোটে লাভ তুলতে পারে।

নরবলির পরিকল্পনা আটকালেন স্ত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ মাত্র কয়েকদিন আগে পুরুলিয়াতে ছেলের হাতে খুন হয়েছিল মা। রীতিমত কালী পুজো করে ভালো স্ত্রী পাবার আশায় মাকে নরবলি দিয়ে আজ শ্রীঘরে পুরুলিয়ার যুবক। এমনই এক সময় বর্ধমানের এক প্রত্যন্ত গ্রামে নিজের কন্যাকে নরবলি দিতে উদ্যত হয়েছিল দিনমজুর এক পিতা। যদিও শেষ পর্যন্ত স্বামীর এই অভিসন্ধি বুঝতে পেরে পাড়াপ্রতিবেশী ও পুলিশের সহযোগিতায় নরবলি রুখে দেন নিতান্ত গ্রামের এক মুসলিম গৃহবধূ। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনায় আলোড়ন পড়ে যায় সমগ্র এলাকায়। বর্ধমানের ভাতার থানার ওড়গ্রাম। বর্ধমান সিউড়ি এনএইচ ২-বি রোডের ওড়গ্রাম থেকে কিছুটা গেলেই মিলবে মাঠপাড়া। এই মাঠপাড়ায় বাড়ি গ্রামের যুবক শেখ ইব্রাহিম পেশায় রাজমিস্ত্রী। তার এক ছেলে দুই মেয়ে। মেজো মেয়ের বয়স আড়াই বছর। সোমবার দুপুরে ইব্রাহিম মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফিরে আসে। সেই সময় ইব্রাহিমের স্ত্রী তার মেজো মেয়েকে ভাত খাওয়াচ্ছিলেন। হঠাৎ ইব্রাহিম তার স্ত্রীকে বলেন, আজকের মতো মেয়েকে শেষ বারের মতো দেখে নাও। মঙ্গলবার রাত বারোটায় তার মেয়ের নামে মানসিক করা আছে। তাকে স্থানীয় শ্মশানে নিয়ে গিয়ে বলি দেওয়া হবে বলে বিড় বিড় করে বলতে থাকে। এমনকি এই নরবলি দেবার জন্যই নাকি পূর্বপরিকল্পনা মতো তার চুল কেটে ন্যাড়া করা হয়েছে। যেহেতু তার মেয়েকে বলি দেওয়া হবে তাই ইব্রাহিম, তার স্ত্রী ও মেয়েকে আজ মঙ্গলবার সকাল থেকে উপোস থাকতে হবে বলেও মদের ঘোরে জানিয়ে দেয়। সকাল থেকে যাতে মেয়ে বাইরে না যায় সেই হুঁশিয়ারিও দেয় ইব্রাহিম। ইব্রাহিম আরো জানায়, তার একটা মানসিক আছে তাই তাকে মেজো মেয়েকে বলি দিতেই হবে। ইতিমধ্যেই সে বলির জন্য রামদা, ফুল, মালা সহ অন্যান্য জিনিস কিনে নিয়ে এসেছে। এই বিষয়টি জানার পর ইব্রাহিমের স্ত্রী আতঙ্কে ভুগতে থাকেন। বিষয়টি যে কথার কথা নয় সেই উপলব্ধিও করতে পারেন স্বামীর বেশকিছু কার্যকলাপে। মনের মধ্যে এই আতঙ্কবোধ চেপে রাখতে না পেরে ইব্রাহিমের স্ত্রী স্থানীয়দের বিষয়টি জানালে তারা পুলিশে খবর দেয়। আর এরপরই দ্রুত এলাকায় পৌঁছে পুলিশ সোমবার রাতে ইব্রাহিমকে গ্রেফতার করে। মঙ্গলবার তাকে বর্ধমান জেলা আদালতে তোলা হয়।

ইব্রাহিমের স্ত্রী সেলিমা বিবি জানান, তার স্বামীর কথা শুনে তিনি রীতিমতো আতঙ্কিত। সারারাত ঘুমাতে পারেনি। মেয়েকে ইব্রাহিম বলে আজকেই শেষ বারের মতো মা মা বলে ডেকে নে। মঙ্গলবার মানত আছে রাত বারোটায় বলি দেওয়া হবে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে স্ত্রীর অভিযোগে স্বামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। নরবলি দেওয়া হবে বলে একটা পরিকল্পনার অভিযোগ পাওয়া গেছে। ঘটনার মধ্যে কি সত্যতা পাওয়া যায় আদৌ নরবলির ঘটনা নাকি অন্য কিছু তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

রেললাইনে প্রাতঃকৃত্য ঃ মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল ঃ নির্মল বাংলা নিয়ে যতই সচেতনতার বাদ্যি বাজুক না কেন, খোলাস্থানে শৌচকর্ম করতে গিয়ে বেঘোরে প্রাণ গেল এক নাবালকের। আসানসোল পুরনিগমের ৫৫ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত কুমারপুর এলাকার ঘটনা। মঙ্গলবার সকালে আসানসোলের ৫৫ নম্বর ওয়ার্ডের কুমারপুর এলাকায় রেলে কাটা পরে এক ছাত্রের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ালো। জানা গিয়েছে, নিত্যদিনের মতো মঙ্গলবার সকালে কুমারপুর এলাকার বাসিন্দা জিতু প্রসাদ (১১) গিয়েছিল প্রাতঃকৃত্য করতে। কিন্তু রেললাইন পেরোতে গিয়ে আচমকাই ট্রেনে কাটা পরে মৃত্যু হয় তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র জিতুর। এই ঘটনা জানাজানি হতেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এলাকায় শৌচাগার গড়ে না ওঠার কারণেই এমন ঘটনা ঘটেছে বলে এলাকাবাসীরা পুরনিগমের বিরুদ্ধে তোপ দাগতে শুরু করে। মৃত ছাত্রের বাবা কৈলাস প্রসাদ বলেন, প্রতিদিন জিতু প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করতে যেত রেল লাইনের ধারে। মঙ্গলবার সময়মতো ফিরে না আসায় যথারীতি খোঁজ করতে শুরু করি। অবশেষে জিতুকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় রেল লাইনের উপর। শৌচালয় না থাকার কারণেই এই ঘটনা বলে দাবি করেন মৃতের বাবা। উক্ত এলাকার বাসিন্দা হাসিনা খাতুনের কথায়, বার বার আসানসোল পুরনিগমে গিয়েছি। চার বার ফর্ম ফিলআপ হয়েছে। কাজের কাজ কিছুই হয়নি। শৌচাগার থাকলে এই ঘটনা ঘটত না। এই ঘটনার পরে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। প্রসঙ্গত কিছু দিন আগেই সমীক্ষায় বেরিয়ে এসেছিল আসানসোল পুরনিগম এলাকায় মোট ৪৭ হাজার পরিবারের শৌচাগার নেই। সেই ঘটনার ফল যে কি মারাত্মক হতে পারে তাই সামনে এল।

এএসপি কারখানায় ধর্মঘট ব্যর্থ, কাজে যোগ শ্রমিকদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ রাষ্ট্রায়ত্ত এএসপি কারখানা বিলগ্নিকরণের প্রতিবাদে দুর্গাপুরে সমস্ত শ্রমিকসংগঠন বিভিন্নভাবে কেন্দ্রের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সরব। কিন্তু মঙ্গলবার সিটু ও ইনটাকের যৌথভাবে এএসপি কারখানা ধর্মঘটের ডাক ব্যর্থ করে শ্রমিকরা কাজে যোগ দিলেন। আই এন টি ইউ সি - এর অভিযোগ, মোদির হাত শক্ত করতে এবং এএসপি কারখানার এই অস্থির সময়ে সিটু ও ইনটাকের এই ধর্মঘট আসলে কারখানার শ্রমিকদের বিরুদ্ধেই তা শ্রমিকরা বুঝতে পেরেছেন। কেন্দ্রে খামখেয়ালি সরকারের এএসপি, সালেম ও ভদ্রাবতী এই ৩টি রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানাকে বিলগ্নি-করণের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সমস্ত শ্রমিক সংগঠন প্রতিবাদে সামিল। দুর্গাপুরে এএসপি কারখানার বিলগ্নিকরণ ঠেকাতে তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় এবং সুখেন্দু শেখর রায় ইতিমধ্যেই পার্লামেন্টে সরব হয়েছেন। আইএনটিটিইউসি থেকে এএসপি কারখানার সামনে লাগাতার আন্দোলনে সামিল এই কারখানার শ্রমিকরা। ইতিমধ্যেই শাসকদলের শ্রমিকসংগঠনের পক্ষ থেকে অবস্থান বিক্ষোভ, অনশন ছাড়াও বিভিন্ন ভাবে কেন্দ্রের এই বিলগ্নিকরণের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করা হয়েছে। আইএনটিটিইউসি ছাড়াও সিটু ও ইনটাক যৌথভাবে আন্দোলন করেছে। কিন্তু হঠাৎ সিটু ও ইনটাকের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার এএসপি কারখানায় শ্রমিক ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়। এই ধর্মঘটের রাজনীতি থেকে মেহেতু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার নিজের দল এবং অন্যান্য রাজনৈতিক সংগঠনকে সরে আসার আবেদন করেছেন তাকে সম্মান জানিয়ে এএসপি কারখানায় মঙ্গলবার ধর্মঘট থেকে আইএনটিটিইউসি শুধু সরেই আসেনি তারা প্রবলভাবে বিরোধিতাও করে কাজে যোগ দিতে আহ্বান জানায় শ্রমিক মহলকে। মঙ্গলবার সকাল থেকে সিটু ও ইনটাকের নেতারা কারখানার গেটের বাইরে কারখানার ধোঁয়া বন্ধের জন্য জমায়েত করলেও কিন্তু এই কারখানার সিংহভাগ শ্রমিক সেই ধর্মঘটের ডাকে সায় দেননি। আর তার জেরেই কিন্তু মঙ্গলবার প্রায় ৯০ শতাংশ কর্মী কাজে যোগ দেন বলে দাবি আইএনটিটিইউসি নেতা অশোক কুন্ডুর। তিনি আরো বলেন, আসলে সিটু ও ইনটাকের নেতারা কারখানাকে বাঁচাতে নয় এরা এই বন্ধ করে দেবার জন্য এই ধর্মঘটের ডাক দিয়ে আরো বেশি করে কেন্দ্রের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করছেন। অন্যদিকে সিটু নেতা পি. কে. দাস জানান, এএসপি কারখানার বিলগ্নিকরণ ঠেকাতে বামপন্থীরা বিভিন্নভাবে প্রতিবাদে সামিল। আমরা চাই কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত তারা পরিবর্তন করুন আর তাই এই শ্রমিক ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। শ্রমিকরা সাড়া দিয়েছেন আমাদের আহ্বানে। মঙ্গলবার এএসপি কারখানায় এই ধর্মঘট নিয়ে চাপা উত্তেজনা ছিল। বেলা বাড়ার সাথে সাথে এই ধর্মঘট বন্ধের সমর্থনকারী তারা ওটিয়ে যায়।

জেলা দাবা প্রতিযোগিতা আসানসোলে

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল ঃ বেঙ্গল চেস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ও আসানসোল পুরনিগমের সহযোগিতায় বর্ধমান জেলা ওপেন চেস চ্যাম্পিয়ানশিপ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। দ্বিদিবসীয় এই দাবা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় আসানসোল ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। এই প্রতিযোগিতায় মোট ১৫০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। এই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন বর্ধমানের বৃষ্টি মুখোপাধ্যায়। আগামী ১৫ এপ্রিল কলকাতায় রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় এই প্রতিযোগিতার সফল প্রতিযোগীরা অংশ নিতে পারবেন।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আসানসোলের পুরনিগমের ক্রীড়া বিভাগের মেয়র পারিষদ অভিজিত ঘটক, বিধায়ক ও এডিডিএ চেয়ারম্যান তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিজিত ঘটক জানান, বর্ধমান পশ্চিম জেলা ক্রীড়া ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নয়ণ করা হবে। ইতিমধ্যে আসানসোলে একটি পুথক আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়াম বানানো হচ্ছে। তবে ইন্ডোর গেমসগুলির প্রসারে আসানসোল পুরনিগম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলম্বন করছে। তাই এই জেলাস্তরের চেস প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হল আসানসোলে।

পুলিশের হাত থেকে পালাল ধর্ষণে অভিযুক্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ পূর্ব বর্ধমানের আদালতে আনার পথে পুলিশের কাছে থেকে দিন দুপুরে উধাও হয়ে গেল এক ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্ত যুবক। প্রদীপ মুর্মু নামে বছর কুড়ি-একুশের ওই যুবকের বাড়ি জামালপুর থানার জৌগ্রামে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কালীপুজো উপলক্ষ্যে বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগ নিয়ে এক নাবালিকাকে ধর্ষণ করে ওই যুবক। অভিযোগ পাওয়ার পর রবিবার রাতে পুলিশ প্রদীপ মুর্মু নামে ওই যুবককে গ্রেফতার করে। সোমবার ধৃতকে বর্ধমান আদালতে পেশ করার আগে জামালপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তার স্বাস্থ্যপরীক্ষার জন্য নিয়ে যায় পুলিশ। সেখানে স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর হঠাৎ কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীদের চোখে ধুলো দিয়ে আত্মগোপন করে ওই যুবক। পুলিশের হাত থেকে অভিযুক্ত পালানোর খবর দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। আশেপাশের এলাকায় জোর তল্লাশি শুরু করে পুলিশ। কিন্তু সন্ধ্যে পর্যন্ত তার কোনো খোঁজ পায়নি।

পলাতক ওই অভিযুক্তকে ধরার জন্য পুলিশ যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। ওই সময় কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত হবে বলে জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

রাস্তায় নির্মাণ সামগ্রী, তুমুল বচসা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ নির্মাণ সামগ্রী রাস্তার ধারে ফেলে রাখাকে কেন্দ্র করে ব্যবসায়ী এবং বাসীন্দাদের মধ্যে তুমুল বচসা হল। জামালপুর থানার মশাগ্রামে ২ নম্বর জাতীয় সড়ক সংলগ্ন সার্ভিস রোডের উপর বেআইনিভাবে বালি রেখে ব্যবসা করার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে তুমুল বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় মানুষজন। এই প্রতিবাদ জানানোর পরই অবৈধ বালি ব্যবসায়ীরা গ্রামবাসীদের ওপর পাল্টা হুমকি দেওয়ায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে জামালপুরে। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এই রাস্তার উপর অবৈধভাবে বালি রাখার ফলে গোটা রাস্তার ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকছে। এতে জাতীয় সড়কের পাশে থাকা এই সার্ভিস রোডে অহরহ ছোট বড় পথ দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। এ নিয়ে মাঝেমধ্যেই বালি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এলাকার মানুষের ঝুট-ঝামেলা লেগেই থাকছে। কিন্তু তাতেও বালি কারবারীদের দৌরাত্ম কমছে না। মোহনপুর গ্রামের বাসিন্দারা এ ব্যাপারে জামালপুর থানার পুলিশের পাশাপাশি বিডিও-র কাছে বারবার অভিযোগ জানিয়েছেন। এমনকি ভূমিসংস্কার দপ্তরেও এ নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আবেদন জানানো হয়েছে। বার বার অভিযোগ জানানোর পরও কোন রহস্যজনক কারণে কোনো ফল হচ্ছে না সে নিয়ে ধন্ধে অভিযোগকারীরা। স্থানীয় বাসিন্দা শেখ আব্দুল কালাম অভিযোগ করে বলেছেন, রাজ্যের প্রশাসনিক কর্তারা রাস্তার ওপর কোনো রকম সামগ্রী রেখে মানুষের চলাচল অবরুদ্ধ করা যাবে না। এতে হিতে বিপরীত ঘটছে। সেই নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মশাগ্রামের অবৈধ বালি ব্যবসায়ীরা সাধারণ মানুষের ওপর চাপ সৃষ্টি করে পাল্টা বেড়াচ্ছে। এব্যাপারে প্রশাসনের বিভিন্ন জায়গায় অভিযোগ জানিয়েও কোনো ফল না পাওয়ায় বাধ্য হয়েই এদিন পথে নেমেছি। প্রশাসনের নাকের ডগার উপর দিয়েই তারা অবৈধ কারবার করছে। দামোদর নদ থেকে লরি বা ট্রাক্টর করে বালি নিয়ে এসে এই সার্ভিস রোডের উপর পাহাড়ের মত স্তূপের মতো বালি রেখে চলেছে। সরকারের জমি ও রাস্তার ওপর প্রকাশ্যেই বালির ব্যবসা কী করে করছে তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। সেই কারণেই গ্রামবাসীরা একত্রিত হয়ে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন।

হনুমানজয়ন্তীতে বাইক মিছিল ঘিরে জনজোয়ার দুর্গাপুরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ হনুমানজয়ন্তী দুর্গাপুরে শৃঙ্খলার সাথে উদযাপিত হলেও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকে পুলিশের অনুমোদনহীন একটি বাইক মিছিলকে ঘিরে সমালোচনা হল। দুর্গাপুরে বিভিন্নভাবে হনুমানজয়ন্তী পালিত হল। কোথাও মহিলাদের কলস যাত্রা আবার কোথাও পুজাপাঠ, আবার কোথাও যাগযজ্ঞের মাধ্যমে ধর্মীয় এই অনুষ্ঠান উৎসাহের সাথে উদযাপিত হয়। কিন্তু এতকিছুর মাঝেও বিতর্ক তৈরী হল একটি বাইক মিছিলকে কেন্দ্র করে। দুর্গাপুরের কোকওভেন থানা এলাকার রাইডাঙ্গা থেকে শুরু হয়ে সাগরডাঙ্গা এসবি মোড়ে এসে এই মিছিল শেষ হয়। কিন্তু এই মিছিলের কোনো অনুমোদন পুলিশের কাছ থেকে নেওয়া হয়নি বলেই পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। যদিও এই মিছিল এর কারণে কোনো গণ্ডগোল হয়নি। কিন্তু আচমকা এইভাবে একটি মিছিল আয়োজিত হওয়ার কারণে কেউ কেউ এইধরণের ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মিছিল নিয়ে সমালোচনা করেছেন। যদিও উদ্যোক্তাদের মধ্যে নিখিলেশ সাহা জানিয়েছেন, এটা কোনো বিশেষ ধর্মের মানুষদের জন্য নয়। এই মিছিল থেকে মহিলাদের সম্মান জানানোর বার্তা এবং রাম রাজত্ব তৈরির বার্তা দিতেই এই মিছিল। তবে কোনো বিশেষ রাজনৈতিক মদতপুষ্টদের দ্বারা এই বাইক মিছিল আয়োজিত হয়নি। কিন্তু শহরের রাস্তায় এই বাইকমিছিলকে ঘিরে উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। এইদিন এই মিছিলে অসংখ্য অনুরাগী যোগদান করেন।

হনুমানজয়ন্তীতে দুর্গাপুরের রাজপথে বাইক মিছিল। নিজস্ব চিত্র

পেট্রোলে জল, ক্ষোভ এলাকায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল ঃ এতদিন পর্যন্ত পেট্রোলে ন্যাপথা বা বিভিন্ন ধরণের ভেজাল কেমিকাল মেশানোর অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু কখনও শুনেছেন কি পেট্রোলে জল মেশানো হচ্ছে। হ্যাঁ এমনই অভিযোগ এবার উঠে এল আসানসোলের রানীগঞ্জ এলাকায়। রানীগঞ্জ শহরে অঞ্জনা সিনেমা হলের পাশেই ইন্ডিয়ান অয়েলের একটি পেট্রোল পাম্পের বিরুদ্ধে তেলে জল মেশানোর অভিযোগ উঠল। ঘটনার সূত্রপাত রবিবার রাতে। মহম্মদ রেজাউল নামে এক মোটর সাইকেল আরোহী ওই পেট্রোল পাম্পে তেল ভরার পর, গাড়ি স্টার্ট করতে গেলে কিছুতেই গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছিল না। ওই বাইক আরোহী বাইকের তেল পাইপ খুলতেই তার চক্ষু চড়ক গাছ। পেট্রোল ট্যাঙ্ক থেকে পেট্রোলের সাথে বেরিয়ে আসছে জল। এর পরে আরও নিশ্চিত হতে ওই বাইক আরোহী একটি বোতল এনে পেট্রোল ভরেন ওই পাম্প থেকে। তাতেই নিশ্চিত হয়ে যান তিনি। এরপরেই পাম্প কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন ওই ক্রেতা। পাশাপাশি আরও এক ক্রেতাও অভিযোগ করেন ওই পেট্রোল পাম্পের পেট্রোলে জল মেশানো আছে। প্রত্যক্ষদর্শী আরও এক বাইক আরোহী অভীক দাস জানান, অন্যান্য দিনের মত গাড়ির তেল ভরতে এসেছিলাম, এসে দেখি পাম্পে তেলের সঙ্গে জল মিশে আছে। বেশ কয়েকজনের গাড়ির ইঞ্জিনও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। যদি পেট্রোল পাম্পেই ভেজাল তেল দেয় তবে আর কোথায় যাই। স্থানীয় বাসিন্দারা জানালেন ওই পেট্রোল পাম্পে এর আগেও ভেজাল ফুয়েল দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার জেরে এদিন উত্তেজনার সৃষ্টি হয় ওই পেট্রোল পাম্পে। পরে রানীগঞ্জ থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ ক্রেতাদের লিখিতভাবে অভিযোগ দায়ের করতে বলেছে।

যদিও ওই পেট্রোল পাম্পের মালিক ভয় সাউ বিষয়টি নিয়ে কিছু মন্তব্য করতে চাননি।